দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 JUL 2008 ...

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে বিজ্ঞান মেলা
ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের চমকপ্রদ উদ্ভাবন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গতকাল শনিবার রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে শুরু হয়েছে দু'দিনব্যাপী বিজ্ঞান মেলা। স্কুলের বার্ষিক এ বিজ্ঞান মেলায় ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের স্টলগুলোতে স্থান পেয়েছে পরিবেশ রক্ষা এবং রেল দুর্ঘটনা এড়ানো, আধুনিক কৃষি ও আধুনিক শহর ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ধরনের সময়োপযোগী প্রকল্প। বিশেষ করে কাগজের দাম বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ সংকটের মতো বিষয়গুলো মোকাবিলা করতেও ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের প্রকল্পে নানা বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। গতকাল সকালে ফুল আস্তিনার মেলার উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব কাজী মো: আমিনুল ইসলাম। এ সময় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম চৌধুরী, স্কুলের শিক্ষক এবং অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কাজী আমিনুল ইসলাম বলেন, শ্রেণীকক্ষে পড়ালেখার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা, বিতর্ক এবং খেলাধুলার মাধ্যমে প্রতিভা ও মননশীলতার প্রকাশ ঘটবে। তিনি বলেন, আশাকরি, এই ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের মধ্য থেকেই একদিন আত্মপ্রকাশ ঘটবে বড় বড় বিজ্ঞানীর। মেলায় আগত একজন অতিথিবর হারাধনচন্দ্র দাস বলেন, এ ধরনের মেলা ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে।

উদ্বোধনের পরই মেলায় প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। এবারের বিজ্ঞান মেলায় স্কুলের ২য় শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় প্রায় ৩৯৩টি স্টল স্থান পেয়েছে। এসব স্টলের বিভিন্ন প্রকল্পে ঘুরে দেখা গেছে বিদ্যুৎ সংকট মোকাবিলায় বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থা হিসেবে সৌর শক্তি, বায়ুকল এবং বায়োগ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উদ্ভাবনের উপায় তুলে ধরেছে ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা। উদ্বোধন শেষে মাননীয় প্রধান অতিথি ও অধ্যক্ষ মহোদয় সকলকে নিয়ে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদর্শিত বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। তাদের নানামুখী উদ্ভাবনী মেধার পরিচয় দেখে সবাই মুগ্ধ হন এবং ভূয়সী প্রশংসা করেন। সবশেষে প্রধান অতিথি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিজ্ঞান মেলা ২০০৮ এর বৃহৎ কর্মকাণ্ড সফলভাবে পরিচালনার জন্য অধ্যক্ষসহ বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

'বেতী হোগলা থেকে কাগজ প্রস্তুতকরণ' শীর্ষক এক প্রকল্প থেকে জানা গেল স্বল্প মূল্যে উন্নতমানের কাগজ তৈরির কথা। ৭ম শ্রেণীর ৬ ক্ষুদে বিজ্ঞানীর পক্ষ থেকে শারমিন দ্যুতি এবং পারভীন দীপ্তি জানালেন, "আমরা বেতী এবং হোগলা দিয়ে উন্নতমানের কাগজ তৈরির প্রোজেক্ট উপস্থাপন করেছি। এই পদ্ধতিতে কাগজ প্রস্তুত করা হলে কাঁচামালের অভাব হবে না।" প্রকল্পটির ক্যাপ্টেন মুক্তা দাস জানালেন, "এ কাগজ অন্যান্য কাগজ থেকে গুণগত মানে উন্নত হবে।" তাদের এ প্রকল্পের অন্য তিন ক্ষুদে বিজ্ঞানী আয়শা মতিন, সাদিয়া ইসলাম এবং সাবরিনা বান মানচিত্রের সাহায্যে দেশের দক্ষিণ বাংলার যেসব অঞ্চলে এর কাঁচামাল পাওয়া যাবে তা দেখান। উদ্বোধনী দিনে সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়ে এ মেলা চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত। আজ রবিবার সমাপনী দিনে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মেলা চলবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজ্ঞান মেলার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করবেন।